ত্রৈমাসিক
আমিক বার্তা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক, মাদক, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম আমিক-এর মুখপত্র

মাদকাসক্তি থেকে ফেরার বার্তা সবার কাছে পৌঁছাতে হবে -স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এম.পি

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এম.পি বলেছেন, মাদক নিয়ন্ত্রণে যেকোনো মূল্যে আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতেই হবে। মাদকাসক্তি থেকে ফেরার বার্তা সবার কাছে পৌঁছাতে হবে। অনেকেই লুকিয়ে রাখেন, প্রকাশ করেন না, মান-সম্মানের ভয়ে বলেন না যে, তার সন্তানটি মাদকাসক্ত। সেই জায়গা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। বাস্তবকে স্বীকার করেই কাজ করতে হবে। আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৯ নভেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও চিকিৎসা পরবর্তী মাদকমুক্ত নারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মাদক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এরই মধ্যে দেয়াল লিখন শুরু হয়েছে। মাদক নিয়ন্ত্রণের জন্য জানুয়ারি মাস জুড়ে প্রচারের কাজ করা হবে।

তিনি আরো বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এইডস-এর ওপর একটি মিনি কংগ্রেস হয়েছে। মাদক নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার, বিজিবি, কোস্টগার্ড সবাই কাজ করছে। আমাদের দেশ মাদক প্রস্তুত করে না। তারপরও আমরা মাদকের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাচ্ছি না। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি বলেন, ছোট ছোট জায়গা থেকে সবক্ষেত্রেই এ প্রতিষ্ঠানটির অবদান রয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম বলেন, মাদকাসক্তদের নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি কাজ করা দরকার। যুবকরা যেন সমাজকে কিছু দিতে পারে সেই কারণে আহ্ছানিয়া মিশন কাজ করে যাচ্ছে। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান। এছাড়া অতিথি বক্তা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. মাহমুদুর রহমান ও মনোচিকিৎসক ডা. আক্তারুজ্জামান সেলিম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেল্থ সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ।

সংবাদ সম্মেলনে এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে তহবিল বাড়ানোর আহ্বান

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের মহা-পরিচালক মোঃ শাহ আলমগীর

তহবিলের অভাবে এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। অপরদিকে বিশ্বে যে কয়েকটি দেশে এইচআইভি সংক্রমণের হার স্থিতিশীল, বাংলাদেশ তাদের অন্যতম কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে প্রতিবছরই এইচআইভি সংক্রমণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে তহবিল বাড়ানো প্রয়োজন। ২৮ নভেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর অডিটোরিয়ামে সেভ দ্য চিলড্রেন এর সহযোগিতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এ কথা বলেন।

বক্তারা বলেন, বিশ্বে প্রথম এইচআইভি শনাক্ত হয় ১৯৮১ সালে এবং বাংলাদেশে শনাক্ত হয় ১৯৮৯ সালে। দেশে এইচআইভি শনাক্ত হওয়ার কয়েক বছর আগেই সরকারের দূরদর্শী পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৮৫ সালে গঠিত হয় জাতীয় এইডস কমিটি। বাংলাদেশে এইচআইভি কার্যক্রম শুরুর দিকে 'এইচআইভি' বা 'এইডস' শব্দ দু'টি ব্যবহারেই অনেক বড় বাধা ছিল। কিন্তু এখন গণমাধ্যমে এর বার্তা অনেক সহজভাবে প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। প্রতিবেশী দেশগুলোতে যখন এইচআইভি মহামারি আকার ধারণ করেছে সেখানে বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই হার এখনো ন্যূনতম পর্যায়ে (০.১%-এর কম) রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের মহা-পরিচালক মোঃ শাহ আলমগীর। অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন সেভ দ্য চিলড্রেন এর উপ-পরিচালক শেখ মাসুদুল আলম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক ও হেল্থ সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের

বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন...

সম্পাদকীয়

মাদকাসক্ত সমস্যা ও এর প্রতিকার এবং সচেতনতা এই তিনটি শব্দ যেন একটি আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর এই শব্দ ও বিষয়গুলোর সাথে অন্যতম সংযুক্ত শব্দ হলো পরিবার। একটি ছেলে বা মেয়ের জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা এবং তার পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ পরিবারের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। আর পরিবারের এই দায়বদ্ধতা ওই ছেলে বা মেয়ের ক্ষেত্রে কখনোই শেষ হয় না। সন্তানের ভাল মন্দ বিষয়ে জ্ঞান সর্বোপরি তার আত্মসচেতনতা তৈরির ক্ষেত্রে একমাত্র পরিবারই ভিত্তি প্রতিষ্ঠান। একজন মাদকাসক্ত পরিবারের ছেলে বা মেয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় মানসিক সহযোগিতার জায়গাটাতে তারা অনেকটা অন্যের চেয়ে পিছিয়ে থাকে। আর এই পিছিয়ে থাকাটা তাদের জন্য অন্ধকার এর পথে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটা সহজ করে দেয়।

বিগত কয়েক বছরে আমাদের দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নয়নের পাশাপাশি সংস্কৃতি ও মুল্যবোধের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এই প্রভাবগুলোর মধ্যে ধূমপান ও মাদকাসক্তি অন্যতম। ধূমপান ও মাদকাসক্তি সমস্যা আমাদের দেশের তরুণ সমাজকে ক্রমেই গ্রাস করে চলেছে। অসৎ বন্ধুদের সঙ্গ, অনুকরণ, কৌতুহল বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে বিভিন্ন শারিরীক ও মানসিক পরিবর্তন সমস্যাও তাদের জন্য এইসব প্রতিকুল পরিবেশে যেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। যে বয়সটাতে তাদের মেধা অর্জনের সময় সে সময়টাতেই জীবনের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনছে।

একটা সময় আমাদের দেশে শুধুমাত্র পুরুষদের মধ্যে ধূমপান ও মাদকাসক্ত সমস্যা প্রতিয়মান ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিরূপ প্রভাব এবং আধুনিকতার অনুকরণ এর কারণে আমাদের দেশে বর্তমানে ধূমপান ও মাদকে আসক্ত পুরুষদের তুলনায় নারী ধূমপায়ী ও মাদক গ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘের এক জরিপে দেখা যায় বাংলাদেশে মোট মাদকাসক্তের সংখ্যা ৬৫ লাখ আর এর মাঝে নারী মাদকাসক্তের সংখ্যাই ১৩ লাখের বেশি। এই বৃহৎ নারী মাদকাসক্তদের বয়স ১২ থেকে ২৫ বছর। যে বয়সটা মুলত শিক্ষা গ্রহণের সময়।

পুরুষ মাদকাসক্তদের চিকিৎসার বিষয়ে পরিবার যতখানি সহনশীল ভূমিকা পালন করে, সামাজিক ব্যবস্থার কারণে নারীদের ক্ষেত্রে পরিবার ততটা সহনশীল ভূমিকা পালন করে না। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় নারী মাদকাসক্তরা চিকিৎসা সেবা থেকে দূরে থেকে যায়। যার ফলে একটা সময় তারা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যায়। এটি নারী অধিকার নিশ্চিত করণেও একট বড় বাধা।

বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা এ সমস্ত বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। যার মধ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন অন্যতম। আমিক- ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ১৯৯০ সাল থেকেই সমাজের বিভিন পেশার মানুষের সাথে সচেতনতামূলক প্রোগ্রামের সাথে স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাথী ও শিক্ষকদের নিয়ে ধূমপান, মাদক এবং এইচআইভি এইডস নিয়ে কাজ করছে। এ সমস্ত বিষয়ে দরকার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা আরো বৃদ্ধি। একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজের ক্ষতি করে না, সে একই সাথে পরিবারের এবং সমাজের জন্য হুমকি স্বরূপ। বিশ্বের অপরাধ এর পরিসংখ্যান দেখলে দেখা যায় যে, মাদকে আসক্ত ব্যক্তিরাই সমাজে বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত। হয়তো এ সমস্ত মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা চিকিৎসা পুনর্বাসন সহায়তার পাশাপশি সমাজে সুস্থভাবে ফিরে যাবার জন্য নিজেদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য কোনো সহায়তা পায় নি। "টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রা" এর অর্জনের পথে আমাদের দেশকে এগিয়ে নিতে হলে এবং স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ নিশ্চিত করতে হলে এখনই সময় সরকার এবং আমাদের সকলের এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করার।

ত্রৈমাসিক আমিকবার্তা

৬ষ্ঠ বর্ষ ■ ১৯তম সংখ্যা ■ অক্টোবর - নভেম্বর ২০১৫

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
মোঃ মোখলেছুর রহমান ও উম্মে জান্নাত

পরিমার্জন ও গ্রন্থনা
জহিরুল আলম বাদল

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

(১ম পৃষ্ঠার পর (সংবাদ সম্মেলনে এইচআইভি ও এইডস...

পাশাপাশি ১৯৯০ সাল থেকে আমিক কর্মসূচির মাধ্যমে তামাক, মাদক এবং এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০১৩ সাল থেকে সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল এর সহযোগিতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১৬টি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারণকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ের এইচআইভি ও এইডস কর্মকান্ডের বাঁধাসমূহ অবহিত ও দূরিকরণে করণীয় বিষয়ে দিক-নির্দেশনা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং তাদের সচেতন করার লক্ষ্যে উচ্চ পর্যায়ের অ্যাডভোকেসি কর্মশালা করে আসছে।

দেশের সর্বস্তরে সচেতনতার মাধ্যমেই এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধ সম্ভব

- এম এ কাদের সরকার, সচিব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের

সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর সচিব এম এ কাদের সরকার

দেশের সর্বস্তরে সচেতনতার মাধ্যমেই এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধ সম্ভব। এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পলী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর সচিব এম এ কাদের সরকার এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সব শাখা সংস্থা এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করবে। বিশেষ করে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পরিচালিত ২২টি প্রকল্পে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ রয়েছে, সেসব প্রশিক্ষণ এবং একাডেমির সব প্রশিক্ষণগুলো এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সর্বোপরি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ থেকে বিষয়গুলো এগিয়ে নেয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে। উক্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সব সংস্থা এ বিষয়টি নিজ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং বিভিন্নভাবে এইচআইভি ও এইডস বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ২৭ অক্টোবর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধ বিষয়ক অ্যাডভোকেসি কর্মশালায় সচিব মহোদয় এসব বিষয়ে তথ্য এবং প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। কর্মশালাটি সেভ দ্য চিলড্রেন এর গ্লোবাল ফান্ড-আরসিসি, ফেজ-২ প্রকল্পের সহযোগিতায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) যৌথভাবে আয়োজন করে। কর্মশালার উদ্দেশ্য তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম)-এর উপ-পরিচালক ও হেল্থ সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। এতে মূল বক্তব্য তুলে ধরেন জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রামের (এনএসপি) ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. মাহবুবা বেগম ও সেভ দ্য চিলড্রেনের উপ-পরিচালক শেখ মাসুদুল আলম।

সভায় আরো বক্তব্য দেন বংলাদেশ সমবায় অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক মোঃ মফিজুল ইসলাম,বার্পাড এর মহাপরিচালক মোঃ শওকত আকবর এবং বিআরডিবি'র মহা-পরিচালক মোঃ আব্দুল জলিল মিঞা। সভায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সব উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কর্মরত অন্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও জাতিসংঘের এইচআইভি ও এইডস নিয়ে কাজ করছে এমন সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে কাজ করবে ডিএনসিসি

– প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ডিএনসিসি

সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন ডিএনসিসি'র প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এসএমএম সালেহ ভূঁইয়া

এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে সমন্বিত উদ্যোগে কাজ করবে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধ বিষয়ক অ্যাডভোকেসি কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে ডিএনসিসি'র প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এসএমএম সালেহ ভূঁইয়া এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, অভিবাসী শ্রমিকরা এইচআইভি ও এইডস ঝুঁকিতে রয়েছে সবচেয়ে বেশি। তাই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। সেভ দ্য চিলড্রেন এর গ্লোবাল ফান্ড-আরসিসি, ফেজ-২ প্রকল্পের সহায়তায় ৪ নভেম্বর ডিএনসিসি ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ আয়োজনে ডিএনসিসি'র সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিএনসিসি'র সাবেক প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল একেএম মাসুদ আহসান। সবার প্রথমে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান। কর্মশালায় মূল বক্তব্য তুলে ধরেন জাতীয় এইডস/ এসটিডি এর ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. মাহবুবা বেগম এবং সেভ দ্য চিলড্রেন এর পিডব্লিউআইডি, এইচআইভি ও এইডস সেক্টরের ম্যানেজার ডা. মির্জা মাইনুল ইসলাম। কর্মশালায় ডিএনসিসি'র বিভিন্ন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সব আঞ্চলিক সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং এর আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ডাক্তার ও অন্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ডিএনসিসি'র সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার ডা. মাহমুদা আলী।

এইচআইভি সম্পর্কিত উপযুক্ত কাউন্সেলিং জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক

- ডা. ফারহানা হক, ডেপুটি সিভিল সার্জন, রাজশাহী

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধান অতিথি রাজশাহীর জেলা প্রশাসক মোহম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী

রাজশাহী জেলার ডেপুটি সিভিল সার্জন এবং জেলা এইচআইভি ও এইডস কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি ডা. ফারহানা হক বলেছেন, এইচআইভি সম্পর্কিত উপযুক্ত কাউন্সেলিং জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। ২১ অক্টোবর রাজশাহী জেলার জেলা প্রশাসক অফিসে অনুষ্ঠিত এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, এইডস আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো মানসিক অস্থিরতা।

তাই এইচআইভি সম্পর্কে যথোপোযুক্ত কাউন্সেলিং প্রদান করতে হবে। কর্মশালাটি সেভ দ্য চিলড্রেন এর গেস্নাবাল ফান্ড-আরসিসি, ফেজ-২ অ্যাডভোকেসি প্রকল্পের সহায়তায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, এসিডি ও রাজশাহী জেলা প্রশাসন অফিস যৌথভাবে আয়োজন করে। কর্মশালার উদ্দেশ্য তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন -এর উপ-পরিচালক এবং স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ইকবাল মাসুদ এবং মূল বক্তব্য তুলে ধরেন সেভ দ্য চিলড্রেন এর হেল্থ, নিউট্রিশন এবং এইচআইভি ও এইডস সেক্টরের ম্যানেজার ডা. এসএসএম হিজবুলাহ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহীর জেলা প্রশাসক মোহম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী। এছাড়া অনুষ্ঠানে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন

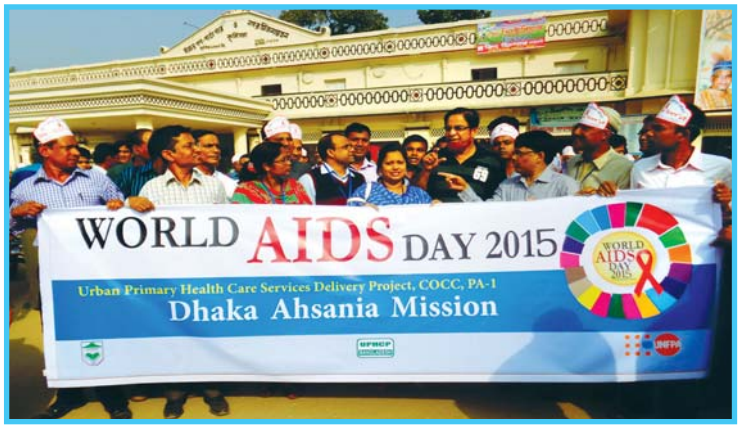

এইডস দিবসের র‍্যালীতে আমিকের কর্মীরা

'এইচআইভি সংক্রমণ ও এইডস মৃত্যু নয় একটিও, বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়বো সবাই এই আমাদের অঙ্গীকার' এ প্রতিপাদ্যে ১ ডিসেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-আমিক,আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস্ ডেলিভারি প্রকল্প, কুমিল্লা সিওসিসি পিএ-১এ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে র‍্যালি,আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হয়। সকালে কুমিল্লা শিল্পকলা ইন্সটিটিউট থেকে একটি র‍্যালির মধ্য দিয়ে দিবস উদযাপন শুরু হয়। র‍্যালি শেষে কুমিল্লা টাউন হল অডিটরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপত্বিত করেন জেলা প্রশাসক মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য-আ ক ম বাহাউদ্দীন বাহার এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন কুমিল্লা জেলার মাননীয় সিভিল সার্জন ডা. মুজিব রহমান ও উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ডা. এ বি এম সামসুদ্দীন আহম্মেদ। এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা এইডস এর ভয়াবহতা ও এইডস প্রতিরোধে সবাইকে এক সাথে কাজ করার আহবান জানান।

বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন...

(৩য় পৃষ্ঠার পর (বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন...

উত্তরা আরবান প্রাইমারি হেল্‌থ কেয়ার সার্ভিসেস্ ডেলিভারি প্রকল্পে মাঠ পর্যায়ে ১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হয়। উত্তরার সেক্টর-৪ এর রেল লাইনের পাশে রিকশা গ্যারেজে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-২ এর ডাক্তার শাহেলা রহমান, ফিল্ড সুপারভাইজার জাহানারা বেগম এইচআইভি ও এইডস কীভাবে ছড়ায় ও প্রতিরোধের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন।

মাদক ও অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে দক্ষতাই অন্যতম হাতিয়ার

- ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর, জেলা প্রশাসক, যশোর

প্রধান অতিথির কাছ থেকে পুরুস্কার ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন একজন প্রশিক্ষনার্থী

মাদক ও অপরাধমুক্ত সমাজ গড়তে কর্মসংস্থান ও দক্ষতার বিকল্প নেই। কারাবন্দিদের ইলেকট্রিক্যাল ও হাউজ ওয়্যারিং এর ওপর দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ শেষে ২০ অক্টোবর সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে যশোরের জেলা প্রশাসক ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর এ কথা বলেন। তিনি বলেন, কারাবন্দিরা দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ নিয়ে কারাগার থেকে বের হলে তারা বাকি জীবনটা কর্মের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে পারবে। ফলে সমাজে অপরাধের পরিমাণ কমবে। ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন এর আইআরএসওপি প্রকল্পের আয়োজনে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে দুই মাসব্যাপী ইলেকট্রিক্যাল ও হাউজ ওয়্যারিং বিষয়ে কারাবন্দিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার শাহজাহান আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলার সিভিল সার্জন ডা. মোঃ শাহাদৎ। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন জেলার এবিএম মহিউদ্দীনসহ ডেপুটি জেলারবৃন্দ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিবি) মোঃ সারোয়ার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ যশোরের মহাসচিব তন্দ্রা ভট্টাচার্য, প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুন এবং ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন এর আইআরএসওপি প্রকল্পের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফিসার ওবায়দুর রহমান ও অন্য কর্মকর্তাগণ।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে জানতে ফোন করুন:

গাজীপুর: ০১৭৭২৯১৬১০২,
যশোর: ০১৭৮১৩৫৫৭৫৫৫
ঢাকা: ০১৭৪৮৪৭৫৫২৩, ৫৮১৫১১১৪

মাদককে সব সময়ই না

এই কেন্দ্রে নারী রোগীদের শারীরিক ও মানসিক শিক্ষাসহ ও দীর্ঘমেয়াদী আধুনিক ও পুনর্বাসনের পাশাপাশি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও মানসিক উৎকর্ষতা সাধনের লক্ষ্যে সেবা প্রদান করা হয়।

নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
(আমিক-ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত)

ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন

১০/২ ইকবাল রোড, বক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
ফোন: ৫৮১৫১১১৪ মোবাইল: ০১৭৪৮৪৭৫৫২৩
E-mail: amic.dam@gmail.com, www.amic.org.bd

গাজীপুর ও যশোর কেন্দ্রে পারিবারিক সভা অনুষ্ঠিত

সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করছেন সহকারী কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মোঃ আজিজুল হাকিম

মাদকাসক্তি চিকিৎসায় পরিবারের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন-আমিক কেন্দ্রে মাদকাসক্ত নিরাময়ে চিকিৎসা নিতে আসা মাদকাসক্তদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে পারিবারিক সভার আয়োজন করে।

এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ২৩ অক্টোবর ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন-আমিক,গাজীপুর মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। এ সভার উদ্দেশ্য ছিল মাদকাসক্তি চিকিৎসা সম্পর্কে অভিভাবকদের মনোসামাজিক শিক্ষা প্রদান, যাতে পরিবারের সদস্যরা তার পরিবারের মাদকাসক্ত সদস্যদের সঙ্গে করণীয় ইতিবাচক আচরণ সম্পর্কে জানতে পারেন।

সভার শুরুতে সহকারী কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মোঃ আজিজুল হাকিম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভা শুরু করেন। কেন্দ্রের তিনজন কাউন্সেলর তিনটি বিষয়ের ওপর সেশন নেন। এদের মধ্যে কাউন্সেলর মোঃ মাহমুদুল হাসান কবির মাদক ও মাদকের সাথে মানসিক সমস্যা,কাউন্সেলর মোঃ সেলিম রেজা মাদক চিকিৎসার রোড ম্যাপ, রোগী ভর্তি ও চিকিৎসা চলাকালীন পরিবারের করণীয় এবং কাউন্সেলর মোঃ মাইদুল ইসলাম চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে পরিবারের করণীয়সহ আসক্তি ও রোগীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সেশন নেন। মুক্ত আলোচনা পর্বে তিনজন অভিভাবক এবং একজন রিকভারি তার সুস্থ জীবনের অনুভূতি প্রকাশ করেন।

অপর দিকে যশোর মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে পারিবারিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ৩১ অক্টোবর। মাদকাসক্তি চিকিৎসায় পারিবারিক সভা একটি ফলপ্রসূ উপায় হতে পারে– এ বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে রোগীর প্রতি অভিভাবকদের সহযোগিতা, কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার শুভ সূচনা করা হয়। সভায় ১৭টি পরিবারের প্রায় ৪২ জন সদস্য অংশ নেন। কেন্দ্র ব্যবস্থাপক এইচ.এম. লিটন উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভা শুরু করেন। কেন্দ্রের চিকিৎসক ডা. শিব প্রসাদ সাহা চিকিৎসারত রোগীদের চিকিৎসা পরবর্তীকালে একজন অভিভাবকের কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন। কাউন্সেলর আশরাফুল বারী বিভিন্ন প্রকার মাদকের পরিচিতি, ব্যবহারের ধরন ও এর মাত্রা সম্পর্কে ধারণা উপস্থাপন করেন। চিকিৎসা প্রক্রিয়া, চিকিৎসার সময় সাপেক্ষতা ও ড্রপ আউট প্রতিরোধের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন কেন্দ্র ব্যবস্থাপক এইচ.এম. লিটন। পরে এই কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিয়ে দীর্ঘদিন সুস্থ আছেন এমন একজন রিকভারি নিজের সুস্থ জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জামালপুর জেলার সব রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা

সভায় রেস্তোরাঁ মালিকদের হাতে সাইনেজ তুলে দিচ্ছেন জেলা প্রশাসক মহোদয়

দেশে ৪ কোটি ২০ লাখ মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতির শিকার হয়। এর মধ্যে শুধুমাত্র রেস্তোরাঁসমূহে পরোক্ষ ধূমপানে ক্ষতির শিকার হয় ২ কোটি ৫৮ লাখ মানুষ। এই বিরাট জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের ক্ষতির কথা ভেবে বর্তমান সরকার সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে দেশের সব রেস্তোরাঁকে ধূমপানমুক্ত স্থান অর্থাৎ পাবলিক প্লেসের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ আইন বাস্তবায়ন করতে জামালপুর জেলার সব রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ২৩ নভেম্বর জামালপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে 'রেস্তোরাঁয় ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জামালপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ শাহাবুদ্দিন খান। এতে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ রাসেল সাবরিন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহযোগিতায় সভাটি যৌথভাবে আয়োজন করে জামালপুর জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন জামালপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি হাফিজ রায়হান সাদা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জামালপুর-এর সহকারী পরিচালক মোঃ রুহুল আমিনসহ বিভিন্ন রেস্তোরাঁর মালিক। সভায় ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণের ওপর মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক ও হেল্থ সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। এ সময় জামালপুর জেলার জেলা প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জেলার সব রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্ত রাখার ঘোষণা দেন এবং উপস্থিত রেস্তোরাঁ মালিকদের হাতে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ তুলে দেন।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সঙ্গে তামাক ও মাদক বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা

সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ড. কাজী শরীফুল আলম

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মাঝে তামাক ও মাদক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তামাক ও মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০ ডিসেম্বর আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষে তামাক ও মাদক বিষয়ক সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ড. কাজী শরীফুল আলম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ওই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র কল্যাণ এর উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. শ্যামল কান্তি বিশ্বাস। সভায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকসহ প্রায় ১০০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এর প্রকল্প কর্মকর্তা, উম্মে জান্নাত তামাক এর ক্ষতিকর দিক নিয়ে এবং আহ্ছানিয়া মিশন এর নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাউন্সেলর, জান্নাতুল ফেরদৌস মাদক এর ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে সচিত্র তথ্য উপস্থাপন করেন। পরে শিক্ষার্থীরা মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তামাক ও মাদক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরসহ মাদকের সমস্যা নিরসনে সচেতনতা সৃষ্টিতে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সভায় আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ কাজী শরীফুল আলম প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, এ ধরনের সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম নিয়মিত হওয়া উচিত, যাতে সবার ভেতরে সচেতনতা তৈরি হয় এবং একটা সময়ে যেন সমাজে তামাক ও মাদকের সমস্যা নিরসনে আমরা নিজেরাই ভূমিকা রাখতে পারি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে সভাটি আয়োজন করে। সহযোগিতায় ছিল লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস এবং ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস।

পাবলিক প্লেস ধূমপানমুক্ত রাখতে নাগরিক ফোরামের উদ্যোগ

ধূমপান না করেও স্বাস্থ্য ক্ষতির ঝুঁকি থেকে মুক্তি পাচ্ছে না অধূমপায়ী জনসাধারণ। আইনের সঠিক বাস্তবায়ন ও সচেতনতার অভাবে পাবলিক প্লেসগুলোতে ধূমপান বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলা যায়। তাই পাবলিক প্লেসে ধূমপান ও তামাক ব্যবহার ও এর আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে প্রয়োজন নাগরিক সমাজের সমন্বিত উদ্যোগ।

রাজধানীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর ধূমপানবিরোধী নাগরিক ফোরাম রয়েছে। যারা বিভিন্ন সময়ে ধূমপানবিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। এই

বাকী অংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন...

পিপলস ফোরামের সদস্য একজন ফাস্টফুডের দোকানের মালিকদের হাতে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ তুলে দিচ্ছেন

(৫ম পৃষ্ঠার পর (পাবলিক প্লেস ধূমপানমুক্ত রাখতে...

ফোরামের উদ্যোগে ২৯ ও ৩০ নভেম্বর দুই দিনব্যাপী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মহাখালী, বনানী ও গুলশান এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ, পোস্টার, লিফলেট, ব্রুশিয়র বিতরণ এবং প্রতিষ্ঠানের মালিকদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে সচেতন করা হয়।

একই নাগরিক ফোরামের উদ্যোগে ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর দুই দিনব্যাপী ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের এলিফেন্ট রোড, নিউমার্কেট, হাতিরপুল,কাঁটাবন,শাহবাগ, নীলক্ষেত, প্রেসক্লাব চাঁনখারপুল এলাকার একাধিক প্রতিষ্ঠানে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ বিতরণ এবং প্রতিষ্ঠানের মালিকদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে সচেতন করা হয়।

এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে সচেতন হয়ে আইন অনুসারে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে ধূমপানমুক্ত রাখতে এবং পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান করা থেকে বিরত রাখতে যেন নিজ উদ্যেগে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ইকো ট্রেনিং

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু প্রতিরোধযোগ্য দু'টি রোগ নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়া প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এভরি ওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের মাধ্যমে বরিশালের মুলাদী, চট্টগ্রামের সাতকানিয়া ও মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'ইকো ট্রেনিং ফর পিয়ার্স' শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এসব প্রশিক্ষণে সহায়ক ছিলেন প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইয়ূথ লিডারগণ।

মৌলভীবাজার: আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এভরিওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের উদ্যোগে ৪, ৫, ৭, ৮, ১৭, ১৮ ও ৩১ অক্টোবর মৌলভীবাজার কুলাউড়া উপজেলার তিনটি বিদ্যালয়ে ইকো ট্রেনিং ফর পীয়ার্স প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে তিনটি বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির ৪২১ জন ছাত্র-ছাত্রী শিশুর বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ সঞ্চালন করেন এভরিওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী মোঃ বজলুর রশিদ।

বরিশাল: ওই প্রকল্পের উদ্যোগে ৭,৮,১১,১২,১৮,১৯ ও ২৮ অক্টোবর বরিশালের মুলাদী উপজেলার চারটি অর্ধ দিবসব্যাপী ইকো ট্রেনিং ফর পিয়ার্স প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির ৪১২ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণটি সঞ্চালন করেন এভরিওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী মোঃ শফিকুল ইসলাম।

চট্টগ্রাম : একই ভাবে এ প্রকল্পের উদ্যোগে ৩, ৫, ৭, ৮, ১০, ১১, ১৭, ১৮, ১৯, ২৮ ও ২৯ অক্টোবর চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার আটটি বিদ্যালয়ে অর্ধ দিবসব্যাপী ইকো ট্রেনিং ফর পীয়ার্স প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে বিদ্যালয়গুলোর ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির ৫৬৬ জন ছাত্র-ছাত্রী শিশুর বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণটি সঞ্চালন করেন প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী মোঃ ইব্রাহিম খলিল।

প্রতিটি প্রশিক্ষণের শুরুতে ইয়ূথ লিডারগণ ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া ও বাল্যবিবাহ সম্পর্কে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন। পরবর্তীতে পাঁচটি দলে ভাগ হয়ে শিশুদের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে প্রতিকারের বিষয়গুলো সম্পর্কে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এসব প্রশিক্ষণে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ উপস্থিত থেকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন।

ফলো করতে Amic Dam লিখে সার্চ করুন...

বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প

মেডিকেল ক্যাম্পে চিকিৎসক একজন রোগীকে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন

নাগরিক শুনানীতে অংশগ্রহণকারীরা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-আমিক এর এভরিওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের উদ্যোগে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন এবং সেভ দ্য চিলড্রেন যৌথভাবে ৪ ও ৫ নভেম্বর কুলাউড়ার রাজনগর কমিউনিটি ক্লিনিক এবং প্রতাবী কমিউনিটি ক্লিনিকে দিনব্যাপী বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশুরোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের ট্রেজারার ডা. আমিরুল মোরশেদ খসরুর নেতৃত্বে ৮ জন ডাক্তার দুই দিনব্যাপী মেডিকেল ক্যাম্পে ১৬১০ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ প্রদান করেন। রোগীদের মাঝে অধিকাংশ ছিল মা ও শিশু।

মেডিকেল ক্যাম্পে নাগরিক শুনানিও অনুষ্ঠিত হয়। এসময় স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তি, সেভ দ্য চিলড্রেন এর ডেপুটি ম্যানেজার তাসকিন রহমান ও সিনিয়র প্রকল্প কর্মকর্তা তাহরিম জিনাত চৌধুরী, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর এভরিওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন ও জেলা সমন্বয়কারী বজলুর রশিদ উপস্থিত ছিলেন।

মেডিকেল ক্যাম্প এর সাথে নাগরিক শুনানি ও অনুষ্ঠিত হয় এখানে স্থানীয় ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, মেম্বার, এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিগণ, সেভ দ্য চিলড্রেন এর ডেপুটি ম্যানেজার তাসকিন রহমান ও সিনিয়র প্রকল্প কর্মকর্তা তাহরিম জিনাত চৌধুরী,ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর এভরিওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী এর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন ও জেলা সমন্বয়কারী বজলুর রশিদ উপস্থিত ছিলেন।

ইয়ূথ লিডারদের অনুপ্রাণিত করতে ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান

অনুষ্ঠানের সভাপতির কাছ থেকে একজন ইয়ুথ লিডার ক্রেষ্ট গ্রহণ করছেন

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার ২০টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, পুষ্টিহীনতা ও বাল্যবিবাহ বিষয়ে শিশু ও পরিবারের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইয়ূথ অ্যাডভোকেট তৈরির লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-আমিক এর এভরিওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের উদ্যোগে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইয়ূথ লিডারগণ তাদের এলাকায় ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া ও বাল্যবিবাহ বিষয়ে শিশু ও পরিবারের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিজেরা কাজ করে। এই ইয়ূথ লিডারদের অনুপ্রাণিত করতে এবং নিজ এলাকায় গণসচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করার জন্য পুরস্কার ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

২২ ডিসেম্বর কুলাউড়ার সুলতানপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ইয়ূথ লিডারদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া-আংশিক কমলগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য মোঃ আব্দুল মতিন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আয়োজিত এভরিওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের আওতায় সেভ দ্য চিলড্রেন এর সহযোগিতায় এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস আলী চৌধুরী (রেকু মিয়া)। প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী বজলুর রশীদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন।

ভিটামিন এ পাস ক্যাম্পেইন

একজন শিশুকে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রি. জে. ডা. এস এম এম সালেহ ভূঁইয়া ভিটামিন এ খাওয়াচ্ছে

১৪ নভেম্বর আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ডিএনসিসি, পিএ-৫, উত্তরা এবং সিওসিসি পি এ-১ কুমিল্লায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় রেখে জাতীয়ভাবে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়। উত্তরা আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে তিনটি ওয়ার্ডের (১, ৭, ১৭) ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী ৯৯২০ জন শিশুকে নীল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী ৫১৬৬০ জন শিশুকে লাল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। ওই দিবসে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রি. জে. ডা. এস এম এম সালেহ ভূঁইয়া ও সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আজীজুন নেছা বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এছাড়া প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহফিদা দিনা রুবাইয়া, ক্লিনিক ম্যানেজার ডা. নায়লা পারভীন, এমআইএস অফিসার, মনিটরিং অ্যান্ড ইভাল্যুয়েশন অফিসার সাইদুল আলম সাইদ বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শনের মাধ্যমে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের কার্যক্রম মনিটর করেন। এ কর্মসূচিকে সফল করার জন্য বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, ক্লাব ও প্রকল্পের ৩৬৪ জন শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকতা ভলান্টারি সেবা প্রদান করেন।

একইভাবে কুমিল্লা আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী ১২,২০০ জন শিশুকে নীল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল এবং ১২-৫৯ মাস বয়সী ২১৯৮৪ জন শিশুকে লাল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের সার্বিক সহযোগিতার পাশাপাশি এ কর্মসূচিকে সফল করার জন্য বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, ক্লাব ও প্রকল্পের ৪০২ জন শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মকতা ভলান্টারি সেবা প্রদান করেন।

বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা

সভায় অংশগ্রহণকারীরা

৮ অক্টোবর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত উত্তরা আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প ডিএনসিসি পিএ-৫ এর উদ্যেগে 'বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা" রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের মেডিকেল অফিসার ডা. বিমল দত্ত, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর ক্লিনিক ম্যানেজার ডা. নায়লা পারভীন, ফিজিশিয়ান ডা. মঞ্জুরা ইউসুফ, ফ্যামিলি প্ল্যানিং কো-অর্ডিনেটর ডা. শারমিন মঈনউদ্দিন এবং এমআইএস অফিসার সাইদুল আলম। স্বাস্থ্য বিষয়ক এ সভায় ৮ম ও ৯ম শ্রেণির ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। ডা. মঞ্জুরা ইউসুফ কৈশোরের শারীরিক-মানসিক পরিবর্তন ও এ সময়ে শারীরিক সমস্যা প্রতিকারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। পরে মুক্ত আলোচনা পরিচালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর ক্লিনিক ম্যানেজার ডা. নায়লা পারভিন। ডা. শারমিন মঈনউদ্দিন নগর মাতৃ সদনে কিশোরীদের জন্য কী কী সেবা প্রদান করা হয়, তার ওপর আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের সেবার তথ্য সম্বলিত বিভিন্ন ধরনের লিফলেট প্রদান করা হয়।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন...
www.amic.org.bd

আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপ ওয়ার্ক

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন -আমিক উওরা আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের কর্মীদের জন্য ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র ২ এ বিসিসি মার্কেটিংয়ের ওপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম এম ডা. সালেহ ভূঁইয়া। এতে প্রশিক্ষক ছিলেন ডা. মাহমুদা আলী, প্রোগ্রাম অফিসার, পিআইইউ, মোঃ মহিবুর রহমান, টেকনিকাল অফিসার, বিসিসিপি এবং সাইদুল আলম সাইদ, এমআইএস অফিসার, ডিএনসিসি পিএ-৫। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন স্ট্যাটিক প্যারামেডিক, কাউন্সেলর, ডাক্তার, ফিল্ড সুপারভাইজার, রিসিপসনিস্ট, এফডবিস্নউএ এবং এসপি স্টাফগণ। প্রশিক্ষকগণ বিভিন্ন স্লাইড, গেম ও রোল প্লে'র মাধ্যমে ব্রান্ডিং, প্রোমোশন এবং কাস্টমার কেয়ারের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

কুমিলা আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পে তিনটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ছিলো ৭ ডিসেম্বর অ্যাসেনশিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি, ৯ ডিসেম্বর ফার্স্ট এইড এবং ৫ ডিসেম্বর ফ্যামিলি প্ল্যানিং কাউন্সিলিংয়ের ওপর প্রশিক্ষণ। এসব প্রশিক্ষণে প্যারামেডিক, এফডব্লিউএ ও প্রকল্প সহায়ক অন্য কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন প্রকল্পের ফ্যামিলি প্ল্যানিং কো-অর্ডিনেটর ডা. শারমিন আক্তার, দুলারী আরা মেহের ফিজিশিয়ান পি এইচসিসি-২ ।প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন মোঃ হেলাল উদ্দীন সচিব ও প্রোগ্রাম অফিসার পিআইও, কুমিল্লা সিটি করপোরেশন। প্রতিটি প্রশিক্ষণ চালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-আমিক এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ গোলাম রসুল।

ফিলিপাইনে রেস্টোরেটিভ জাস্টিস বিষয়ক স্টাডি মিশনে আমিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

মিশনে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সাথে আমিক প্রতিনিধি

জুভেনাইল জাস্টিস, রেস্টোরেটিভ জাস্টিস অ্যান্ড রি-ইন্টিগ্রেশন বিষয়ে ৪ থেকে ১০ অক্টোবর জিআইজেডের আয়োজনে ফিলিপাইনে স্টাডি মিশন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের কয়েকটি এনজিও'র প্রতিনিধিসহ ১৪ জনের একটি দল এই মিশনে অংশ নেন। এতে আমিক এর প্রতিনিধি জাহিদ ইকবাল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আইআরএসওপি প্রকল্প থেকে অংশগ্রহণ করেন। স্টাডি মিশনে ফিলিপাইনের জুভেনাইল ও রেস্টোরেটিভ জাস্টিস এর বিচার ব্যবস্থা ও সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাগুলো দেখানো হয়। মিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশিষ্ট জনদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে ফিলিপাইনের সমাজসেবা অধিদপ্তরের সচিব কোরাজন জুলিয়ানো সুলিমান এবং রেস্টোরেটিভ জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারশন এর সম্মানিত বিচারক এনজেলিন মেরি ডব্লিউ কুইন্টোসালের সঙ্গে মতবিনিময় হয়। এই স্টাডি মিশনে মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান সেল্ফ ফাউন্ডেশন পরিদর্শন করা হয়। সেখানে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রচলিত মানসম্মত থেরাপিউটিক কমিউনিটির চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা মেলায় আমিকের অংশগ্রহণ

মেলায় আমিকের স্টল

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ইস্ট ইউসিএলসি প্রকল্পের উদ্যোগে ৩০ ডিসেম্বর মিরপুর বাংলা স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে শিক্ষামেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান ৮টি সেক্টর অংশগ্রহণ করে তাদের নিজ নিজ কার্যক্রম তুলে ধরে। এ মেলায় আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেল্থ সেক্টরের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। মেলায় ছোট্ট ছেলেমেয়েদের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মেলাটি উদ্বোধন ও পরিদর্শন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহছানুর রহমান।

'প্রাকটিসেস অব জিও-এনজিও কোলাবোরেশন ফর হেল্থ সার্ভিস টু দ্য পুওর' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

প্রশিক্ষণে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সাথে আমিক প্রতিনিধি

দিল্লির ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেল্থ ম্যানেজমেন্ট রিসার্স সেন্টারে ৩ থেকে ৯ ডিসেম্বর 'প্রাকটিসেস অব জিও-এনজিও কোলাবোরেশন ফর হেল্থ সার্ভিস টু দ্য পুওর' শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রশিক্ষণে আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ সিটি করপোরেশন ও প্রকল্পের পার্টনার এনজিও থেকে ৮ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প ডিএনসিসি পিএ-৫ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহফিদা দীনা রুবাইয়া এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

DHAKA AHSANIA MISSION
ADDICTION MANAGEMENT & INTEGRATED CARE (AMIC)
Since 1990

আমিক, বাড়ি- ১০/২, ইকবাল রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং আহ্ছানিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স প্রিন্টার্স, প্লট-৩০, ব্লক-এ, রোড ১৪
আশুলিয়া মডেল টাউন, খাগান বিরুলিয়া সাভার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৫৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৭৪৮৪৭৫৫২৩, ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com, Web: www.amic.org.bd